কমপিউটার জগৎ আহুত সাংবাদিক সম্মেলন

(বিশেষ প্রতিনিধি)

দেশে ডাটা এন্ট্রি শিল্প গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়ে কমপিউটার জগৎ-এর পক্ষ থেকে যে সাংবাদিক সম্মেলন করা হয় তাতে বক্তব্য রাখেন দেশের কয়েকজন কমপিউটার বিজ্ঞানী ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। এ ব্যাপারে মতামত সংগ্রহের জন্য আমরা কমপিউটার কাউন্সিলের চেয়ারম্যান মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীসহ কয়েকজন মন্ত্রী এবং কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করি। তারা এ ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করেন (এবং যেহেতু বিষয়টি তাদের ভাষায় 'technical তাই) বিস্তারিত মতামত পরবর্তীতে জানাবেন বলে জানান। তবে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ডাটা এন্ট্রি শিল্প গড়ে তোলার জন্য যা যা করা দরকার সবই করবেন বলে আশ্বাস দেন।

আমরা বি, এন, পির তথ্য ও গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক, যুব দলের সাধারন সম্পাদক বন ও পরিবেশ প্রতিমন্ত্রী বাবু গয়েশ্বর চন্দ্র রায়ের সাথে এ ব্যাপারে যোগাযোগ করলে তিনি যে মতামত দেন তা সংক্ষিপ্ত আকারে নিচে দেয়া হল —

কমপিউটার জগৎ-এ প্রকাশিত ডাটা এন্ট্রির ব্যাপারটা নিয়ে আমরা (সরকার) খুব গুরুত্বসহকারে চিন্তাভাবনা করছি। আমি মাননীয়া প্রধানমন্ত্রী এবং মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর সাথে এ ব্যাপারে আলাপ করেছি। আপনারা এ ব্যাপারে সবাইকে অবহিত করার জন্য যে কোন উদ্যোগ নিলে মাননীয়া প্রধানমন্ত্রী সর্বোতভাবে সহযোগিতা করবেন বলে জানিয়েছেন। শিক্ষামন্ত্রী মহোদয়ও এ ব্যাপারে উৎসাহ দেখিয়েছেন। তিনি কয়েকদিনের মধ্যেই পদক্ষেপ নিবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন। এ ব্যাপারে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য "কমপিউটার জগৎ", কমপিউটার বিশেষজ্ঞ এবং কমপিউটার বিক্রেতাদের নিয়ে সেমিনার/ প্রদর্শনীর আয়োজন করলে প্রধানন্ত্রীসহ শিক্ষামন্ত্রী, অর্থমন্ত্রী ও অন্যান্য অনেক মন্ত্রী উপস্থিত থাকবেন। এ কাজে আমাদের সকলের কাছ থেকে পুরোপুরি logistic support পাবেন। কমপিউটার কাউন্সিলকেও এ ব্যাপারটা জানানো হয়েছে। তাদেরও initiative নেয়া উচিত।

তৈরি পোষাক রপ্তানী করে আমাদের যে বৈদেশিক মুদ্রা আসে তার থেকে বেশি আয় হতে পারে কমপিউটার সার্ভিস বিক্রী করে। ইতিমধ্যেই কেউ কেউ এটা করছে। তবে ব্যাপকভিত্তিক নয়। **এ সেক্টরে বছরে দুই / তিন হাজার কোটি টাকা বিদেশ থেকে আয় করা কোন কষ্টসাধ্য ব্যাপারই না।** সবচেয়ে বড় কথা আমাদের সামাজিক জীবনে যে অস্থিরতা সেটা হল শিক্ষিত বেকার থেকে। শিক্ষিত বেকাররাই এখন সমাজে সবচেয়ে বড় threat. তাদের যদি কাজ দিতে হয় তবে হাতে কুঠার দেয়া যাবে না। তাদেরকে ভদ্রলোকের কাজ দিতে হবে। সেটা হতে পারে কমপিউটার সার্ভিস, যেটা নিয়ে রুমে বসে বসে কাজ করতে পারবে। যে কোন এইচ এসসি ডিগ্রী পাশ ছেলে-মেয়ে আনায়াসে মাসে ৪/৫ হাজার টাকা আয় করতে পারবে। আর তার সার্ভিস রপ্তানী করে পাওয়া যেতে পারে ২০ / ৩০ হাজার টাকা। কোন স্কুল বা ট্রেনিং সেন্টার দিয়ে বিদেশে চাকরির জন্য লোক তৈরি না করে দেশে থেকে এ ধরনের কাজ করার জন্য ট্রেনিং দেয়া জাতির জন্য উত্তম। আমি এ কথাটা ব্যক্তিগতভাবেও অনেককেই বুঝাতে চেষ্টা করেছি। মাননীয়া প্রধানমন্ত্রীরও নজরে এনেছি।

এখানে আমি আপনাদের আমার এলাকার একজনের কথা বলতে চাই। **তিনি মাত্র এক বছরেই ছোট্ট ইউনিটে ১৫ জন লোক ব্যবহার করে ৭০ লক্ষ টাকা আয় করেছেন। তাহলে বুঝতেই পারছেন কি বিরাট সম্ভাবনা এখানে** লুকিয়ে আছে। ভদ্রলোক আমেরিকায় ভাল অবস্থায় ছিলেন। তিনি এখন ঢাকায় এসে এ ব্যবসা করছেন। আমি নিশ্চিত এটা আজ অথবা আগামীকাল flurish করবেই। আমরা সরকারের পক্ষ থেকে যদি পথটা নির্দেশ করে দেই তবে অন্যান্য দেশ যেমন+ ভারত, ব্রাজিল-এরা যেভাবে রপ্তানি করছে আমরা তার চেয়ে ভালভাবে পারবো। কারণ আমাদের এখানে মজুরি অত্যন্ত কম। আর প্রযুক্তিতো আমাদের জানাই আছে। তাছাড়া এটা খুব হাই-টেকনোলজির ব্যাপারও না।

আমাদের যুব মন্ত্রণালয় এখন অনেকটা অকেজো হয়ে আছে। যুব উন্নয়নের অধীনে যদি কমপিউটার শিক্ষাকে সম্প্রসারণ করা যায় পাশাপাশি বিসিসিকে যদি-এর সাথে জড়িত করা যায় এবং মার্কেটিং-এর ব্যাপারে যদি ব্যবহার করা যায় তা হলে বহু বেকার যুবককে খুব systematic ভাবে কাজে লাগানো যাবে। আজকাল শহরে এলাকায় শিক্ষিত যুবকদের কাজ নেই। লেখাপড়া শেষ হলে কিছু করার নেই। তাই তারা নানান খারাপ পথে পা বাড়ায়। **এখন এদের হাতে কাজ না দিয়ে শুধু পুলিশ দিয়ে দাবড়িয়ে এদেরকে নিয়ন্ত্রণ করা যাবে না।** আমাদের **সমাজ জীবনে উশৃঙ্খলতা, চারিত্রিক অবক্ষয়, নৈতিক অবক্ষয় সব কিছুই সৃষ্টি হওয়ার অন্যতম কারণ বেকারত্ব।** আর এটা অশিক্ষিত যুবকদের চেয়ে শিক্ষিতদের জন্য বেশি প্রযোজ্য। অশিক্ষিত যুবকরা ১০০ টাকা পুঁজিতে মাথায় কিছু তরকারী নিয়ে বিক্রি করেও কিছু উপার্জন করতে পারে। বা এ ধরনের অন্য যে কোন কাজ করতে পারে। কিন্তু শিক্ষিত যুবকরা তা পারবে না। কারণ তারা মনে করেন তারা অফিসার হয়ে গেছেন। কিন্তু কোন কাজ নেই। এ কারণেই আমি ব্যাপারটাতে বেশি উৎসাহী। **এ ব্যাপারে বিসিসির যতটা সক্রিয় হওয়া উচিৎ ছিল তারা ততটা হননি। তারা আমাদের দুটা ট্রেনিং ইনসটিটিউট করতে বলছেন। কিন্তু আমি বলেছি দুটাতে হবে না।** ব্যাপারটা অনেক ব্যাপক।

আমরা যে কমপিউটার জানি এ জিনিষটা বিদেশীদের জানানোর জন্য সরকারে লোক থাকা দরকার। যারা বুঝে সেই লোকই প্রয়োজন। বিসিসি যদি positive খাত না দেখায় তাহলে সরকার বুঝবে কি করে ? সরকার তো এমন কোন ইউনিট নয় যে সে এটা নিজেই বুঝবে। তবে আমরা যেহেতু মন্ত্রী হয়েছি আমাদের মাথাব্যথা আছে। আমরা সরকারী বেতন ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছি। কিন্তু আমার মাথা ধরে যায় এত ছেলে-মেয়েকে কিভাবে provide করবো সেটা ভেবে।

যেহেতু আমি কমপিউটার বিষয়ে বিশেষজ্ঞ নই, আমি যত কথা-ই বলি তা খুব গুরুত্বসহকারে গ্রহণ করা হয় না। আমাদের দেশে পত্রিকা ওয়ালারা এমন সব খবর নিয়ে মাথা ঘামায় যে ভাল খবর থাকলেও গুরুত্ব দেবার সময় পায়না। আমাদের দেশের পত্রিকাগুলি কাউকে কোন গাইড লাইন দেয় না। "কমপিউটার জগৎ" এ ব্যাপারে একটা চমৎকার কাজ করেছে। আমি তাদের ধন্যবাদ জানাই।

ডাটা এন্ট্রি শিল্প গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়ে ২৫ জন অধ্যাপকের যুক্ত বিবৃতি —

গত ২২শে অক্টোবর তারিখে জাতীয় দৈনিকসমূহে প্রকাশিত মাসিক কমপিউটার জগৎ আহূত সাংবাদিক সম্মেলনে দেশের কয়েকজন বিশিষ্ট বিজ্ঞানীর অভিমত 'কমপিউটারে ডাটা এন্ট্রির মাধ্যমে বছরে ৫০০ কোটি ডলার আয় সম্ভব' শীর্ষক খবরটির প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। পুরোপুরি রপ্তানীমুখী শ্রমপ্রধান এ সার্ভিস শিল্পের মাধ্যমে দেশে লক্ষ লক্ষ শিক্ষিত বেকারের কর্মসংস্থানের সুযোগ আমাদের দ্বার প্রান্তে। এ পথে অগ্রসর হবার পর আমরা সফটওয়্যার রপ্তানীতেও সাফল্য লাভ করতে পারি। এ ছাড়া তথ্য প্রযুক্তির সুফল গ্রহণ করে দেশের আইনবিদ, চার্টার্ড একাউন্টেন্ট, স্থপতি এবং প্রকৌশলীরাও উন্নত দেশসহ মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশের উপদেশনার কাজ এ দেশে বসে করতে পারেন। বিদেশের প্রকাশনা শিল্পের জন্য ডি.টি.পি. বা হরফ বিন্যাসের কাজও এখানে অন্যান্য এশীয়দের তুলনায় প্রতিযোগিতামূলক দরে করা সম্ভব। এজন্যে প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি, জনশক্তি ও মেধা আমাদের আছে। যুগোপযোগী প্রয়োজন ও সর্বাধুনিক সস্তা প্রযুক্তিকে ব্যবহার করে উন্নয়নের সাবলীল বিকাশের পথ অনুসরণ করার জন্য আমরা আহ্বান জানাচ্ছি। বিজ্ঞান ভিক্ষাবৃত্তি থেকে আমাদের মুক্তি দিতে পারে এ বোধ নিয়ে দেশ ও জনগণের স্বার্থে এ ব্যাপারে জরুরী ভিত্তিতে সুস্পষ্ট নীতি নির্ধারণ এবং উদ্যোগ গ্রহণের জন্য সরকারের সংশ্লিষ্ট সকল মহলের কাছে জোর দাবী জানাচ্ছি।

বিবৃতিতে স্বাক্ষরকারী অন্যান্যের মধ্যে রয়েছেন ডঃ আমিনুল ইসলাম, ডঃ এসএমএ ফায়েজ, ডঃ মফিজুল মান্নান, ডঃ রফিকুল ইসলাম শরীফ, ডঃ আলী আসগর ও ডঃ এনামুল বাশার।